Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 145-152
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.058

SAARC ও ভারত ২০১৪-২০২৪: সম্পর্কের একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

এরহাম সেখ, *গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

SAARC is a crucial tool for South Asian nations to collaborate and carry out a range of development decisions in the social, cultural, commercial, and economic spheres. The choices made by the South Asian nations regarding their development through this organization were crucial. Nevertheless, the choices made have come very close to failing. Terrorism, interference in domestic affairs, political systems within nations, and bilateral disputes between member states are the primary causes of this failure. Given the nature of SAARC 's previous activities, it is evident that there have been some challenges to the organization's work. However, following the cross-border terrorist attack on the Uri army base in Indian Kashmir in 2016 by Pakistan and India, SAARC 's efforts have been severely hindered. India and Pakistan's relationship have been tensed ever since. The organization nearly fell apart as a result. As a result, the study aims to investigate and evaluate the elements of India-SAARC relations between 2014 and 2024. Additionally, an effort has been made to identify the causes of SAARC 's post-2014 inactivity. It also examined and analyzed the success and failure of SAARC and explained why India, the organization's leader, has begun prioritizing BIMSTEC over SAARC since 2016.

Keywords: SAARC and Regional Cooperation, India–Pakistan Relations, Terrorism and Regional Security, SAARC Inactivity (Post-2014), BIMSTEC as an Alternative Regional Framework

ভূমিকা:

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) গঠিত হয়। উন্নয়ন ও আঞ্চলিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে SAARC স্থাপিত। এটি মূলত একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার আঞ্চলিক সংগঠন। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ভাবনাকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা প্রদান করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ধারণাকে সামনে রেখে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীণ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উক্ত ধারণাকে উদ্দীপনার সহিত গ্রহণ করেন এবং SAARC সংগঠনের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা দেশ হিসেবে নিযুক্ত হয়। ১৯৮০ সালে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এ মর্মে বাংলাদেশের একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন যে এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান,

কারিগরি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনা দৃঢ় করার। দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এ প্রস্তাবে প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাড়া দেন। এক্ষেত্রে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি প্রথম পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে কাঙ্ক্ষিত সংগঠন গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর ১৯৮৩ সালে সদস্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে মন্ত্রিগণ যৌথ কর্মসূচী বা Integrated Programme of Action (IPA) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির আওতায় SAARC রাষ্টগুলির সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং SAARC -এর পথ চলা শুরু হয়।

SAARC সংগঠনের উদ্ভব ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

SAARC সংগঠনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট, উৎপত্তি, কাঠামো এবং বিবর্তনের ইতিহাস খুব লক্ষণীয়। বিবাদ সমন্বিত অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলির নানান সমস্যা সমাধানে ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমে সাতটি দেশ SAARC- এর সনদ সম্পাদনা করে ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে SAARC সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান যুক্ত হয়ে SAARC এর সদস্য সংখ্যা আটটি হয়। SAARC- এর সনদে দশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এই দশটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে SAARC সংগঠনের সার্বিক কাঠামো গঠিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যথাক্রমে আটটি উদ্দেশ্য ও তিনটি নীতি ঘোষিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত SAARC- এর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্তর বিন্যস্ত কাঠামো ও নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বশেষে অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হবে। সময়ের সাথে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দক্ষিণ SAARC Development Fund, SARSO, SARCO এবং দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য SAARC কৃষি কেন্দ্র, জ্বালানি শক্তি কেন্দ্র, STAC, সংস্কৃতি কেন্দ্র, নথি কেন্দ্র, তথ্য কেন্দ্র, দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

SAARC ১৯৮৫-২০২৪: গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলির বিশ্লেষণ:

SAARC- এর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য পূরণে সভা, সমিতি ও ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রস্তাব, চুক্তি ও সিদ্ধান্তের দ্বারা কার্যাবলী গ্রহণ করেছে। সদস্যগণ প্রথমত SAARC- এর গঠন ও কাজের জন্য কাঠামো তৈরি করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কয়েকটি স্তর বিন্যাস্ত সভা-সমিতির গঠন করা হয় এবং কার্যক্রম ও পর্যবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। SAARC- এর যেকোনো ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের সিদ্ধান্ত গুলি শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিত্বে গৃহীত হয় এবং অন্যান্য প্রকল্প গঠনে নিচু স্তরের সংস্থা ও সভা সমিতির বিধান রয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই পর্যন্ত SAARC- এর ১৮টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব বৈঠকের মাধ্যমে সদস্যগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবহাওয়া, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ও এর অপব্যবহার প্রতিরোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতি, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন পরিবহণ, উন্নয়নে নারী সমাজ এবং SAPTA-র আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণসহ প্রায় ১৫টি ক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণ ও চুক্তি সম্পাদনা করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা যায় প্রস্তাবগুলি প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়ে ধীর গতিতে একটি সময়কালে পরিপূর্ণতা বা তার

বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই বিষয়কে লক্ষ্য রেখে SAARC তার গতি বজায় রাখতে পর্যায়ক্রমে একটি সময়সীমার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে ঘোষণাপত্র বা প্রস্তাবনা কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ে SAARC- এর তত্ত্বাবধানে থেকে এককভাবে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সদস্যগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী SAARC তহবিলে অর্থ বরাদ্দ করেছে। প্রয়োজনে সদস্যগণ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার সদস্য দেশের অনেক প্রস্তাবও যৌথভাবে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যৌথভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রভৃতিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি এগিয়ে এসেছে।

SAARC ও ভারত: প্রস্তাবিত-সম্পাদিত কাজের বিবরণ:

SAARC- এর উদ্দেশ্য পূরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজকর্ম করতে গিয়ে SAARC- এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে। SAARC সংগঠনের মাধ্যমে এক সমন্বয়কারী দক্ষিণ এশিয়া হিসাবে গড়ে তুলতে যে দেশ দুটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল তার মধ্যে একটি হল ভারত। SAARC- এর ১৮টি শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যে ভারত তিনটি সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং দুইবার মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি বিচারে সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলির বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধা পেতে বাধা হবে না। তাই শ্রীলংকা রাষ্ট্রপতি জয়বর্তন ভারতকে SAARC- এর 'আত্মবিশ্বাস জাগানো উন্নতি ও প্রগতির কেন্দ্রবিন্দু' বলে অভিহিত করেছেন। ভারত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে SAARC- এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে গুরুত্ব সহকারে ভূমিকা পালন করে চলেছে ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, প্রকল্পে এককভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাব পেশ। আবার প্রস্তাবগুলি যৌথ উদ্যোগে গৃহীতও হয়েছে। এর ফলে ভারত প্রশংসা অর্জন করেছে। ভারত তার সমর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করেছে। সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দের পরিমাণ ভারতেরই বেশি। তাছাড়া SAARC- এর তত্ত্বাবধানে সদস্য দেশগুলিতে SAARC- এর প্রকল্পের বিস্তার করে চলেছে। ভারতে SAARC- এর বেশ কিছু সংস্থা রয়েছে যেগুলি ভারতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবার নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত যেমন দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেশিরভাগ খরচ বহনের ভার গ্রহণ করেছে ভারত। ভারত স্বাভাবিকভাবে সমস্ত প্রকল্পেরই শরিক হয়েছে। ভারত যে সব ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে বারংবার প্রস্তাব গ্রহণের কথা বলে এসেছে তা হল বাণিজ্য, অর্থনীতি, পরিবহন-যোগাযোগ, পর্যটন, জনসংযোগ বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ দমন, দুর্যোগ মোকাবিলায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী এবং শিশু কল্যাণ ইত্যাদিতে। ভারত সময়ের সাথে সাথে উদারীকরণ গ্রহণ করেছে এবং সদস্যরাষ্ট্রদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই বিষয়ে বাণিজ্যের সংযুক্তি করে প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত সময়ের সাথে SAPTA ও SAFTA-র নীতির সাথে সামঞ্জস্য করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত সদস্য দেশের সমস্যা সমাধানেও ভূমিকা পালন করেছে। SAARC সংগঠনকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভারত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, সন্ত্রাসবাদে প্রশ্রয় দেওয়া, দ্বিপাক্ষিক বিবাদ ও বাহ্যিক প্রভাবের মত বিষয়গুলি এড়ানোর কথা সম্মেলনে রেখেছে। এর ফলে SAARC -এর সাফল্য বিঘ্নিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০১৪ সালে ভারত এক নতুন আলোড়ন 'প্রতিবেশী প্রথম নীতি(Neighbourhood Frist Policy)' নিয়ে SAARC সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে তৎপরতা দেখা যায়। ২০১৪ সালে SAARC- এ ব্যাপক ভবিষ্যৎমুখী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এতে ভারতেরও প্রস্তাব ছিল যা সদস্যগণ যৌথভাবে গ্রহণ করে। এরপর ২০১৬ সালে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসী হামলার কারণে ভারত-পাকিস্তান দ্বীপাক্ষিক সম্পর্ক খারাপ হয়। এর ফলস্বরূপ সংগঠনের অচলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া ভারতের সাথে সদস্য

দেশগুলির কিছু কিছু বিবাদ রয়েছে। এসব বিবাদ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তবে সংগঠনের বিধান রয়েছে যে এইরকম বিষয়গুলি যেন সংগঠনের সাধারণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপন না করা হয় কিন্তু ভারতের প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে পাকিস্তানসহ অন্যান্য সদস্য ও SAARC- এর পরিসরে টেনে এনেছে। ২০২১ সালে সন্ত্রাসবাদি সংগঠন তালিবান আফগান সরকার অধিগ্রহণ করে ও সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার বিরতিতে SAARC -এর মন্ত্রী পরিষদের অআনুষ্ঠানিক বৈঠকে তালিবান সরকার প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে সর্বসম্মতির অভাবে বৈঠক বাতিল হয়। এরকম প্রেক্ষাপটে ভারত SAARC- এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গঠবন্ধনের ভাবনা শুরু করে সমসাময়িক কালে BIMSTEC সংস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

SAARC: উদ্দেশ্য, কার্য ও নীতি রূপায়নে সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ:

আমরা লক্ষ্য করছি অনেক চড়াই-উৎরায় পেরিয়ে প্রায় ৪০টি বছর অতিক্রম করেছে। এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে চুড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনও হয়নি। SAARC -এর সাফল্য যে তেমন কিছুই আসেনি তা নয় তবে প্রত্যাশার চেয়ে তা নিতান্তই কম। ইতিমধ্যে সদস্যদেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রায় ১৫টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আবহাওয়া, পরিবহন-যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, এবং SAFTA-র আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ, সার্বভৌম, সমতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নীতিগুলিই SAARC-র ভিত্তি। বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণই নয় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সরকার প্রধানদের এক টেবিলে বসার পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এর ফলে পরস্পরের অবিশ্বাসের মাত্রার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমেছে। এ ক্ষেত্রে SAARC -এর সাফল্য হচ্ছে আস্থা ও বোঝাপড়া সৃষ্টি যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নে এই দিকগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু একথা ঠিক যে সাফল্যের চেয়ে SAARC -এর ব্যর্থতার দিকগুলিই বেশী স্পষ্ট। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন(EU), আসিয়ান(ASEAN)-র সঙ্গে তুলনায় সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে SAARC- এর অনেক পথ বাকি রয়েছে। পারস্পরিক আস্থা অর্জন ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও SAARC এদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। কেননা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে এখানকার বিবাদগুলি মূলত দ্বিপাক্ষিক চরিত্রের। পাক-ভারত কাশ্মীর ও সন্ত্রাসবাদ সমস্যা, ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল, ফারাক্কা সেতু, কাটাতরের বেড়া, নদীতে বাঁধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদ, তামিল বিছিন্নবাদিদের নিয়ে ভারত-শ্রীলংকা বিবাদ, নেপাল-ভারতের সীমান্ত ও নদি সংক্রান্ত বিরোধ, পাক-আফগানিস্তান সীমান্ত ও সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত বিবাদসমূহ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় যে এই অঞ্চলের অধিকাংশ সমস্যাই হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক। কিন্তু SAARC ফোরামে এসব দ্বিপাক্ষিক সমস্যা উত্থাপনের বিধান নেই, থাকলে হয়তো বিবাদগুলির সূরাহ করা যেতো। আঞ্চলিক বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়ার ফলে SAARC- এর চলার পথ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এছাড়া সদস্য দেশসমূহের মধ্যে নিরাপত্তার ধারণাগত ঐকমত্য ও অভিন্ন পররাষ্ট্র নীতি অনুপস্থিত। এসব কারণে SAARC একটি সফল আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। কিন্তু উপ-আঞ্চলিক জোট SAARC মূল চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে বলে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। তাই পৃথক উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের পরিবর্তে

প্রকল্প-ভিত্তিক কার্য-পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠনটি গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান SAARC- এর প্রস্তাবক। SAARC প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে। তবে এই সংস্থাটি EU বা ASEAN- এর মতো কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। সম্প্রতি SAFTA প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত ইতিবাচক। যদিও দ্বি-পাক্ষিক বিরোধ সূরাহ করার সুযোগ SAARC- এর মধ্যে নেই তবুও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফোরাম হিসেবে এই অঞ্চলে SAARC- এর তুলনামূলক ভাবে কমবেশি গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে।

SAARC ও BIMSTEC এবং ভারত: একটি তুলনামূলক আলোচনা:

২০১৬ সালে গোয়াতে BRICS-এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কাল থেকে ভারত ক্রমান্বয়ে BIMSTEC সংস্থাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। অনেক বাধার মধ্যে থেকে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা এবং মতবিরোধ SAARC- এর নিম্ন প্রগতির পিছনে একটি প্রধান কারণ। ফলস্বরূপ পণ্য, পুঁজি এবং আন্তঃ-আঞ্চলিক আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজকর্মে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে কম সমন্বিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি রয়ে গেছে। BIMSTEC- কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ভারতের আগ্রহের ঊর্ধ্বগতি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের সাথে তার নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির সাথে বৃহত্তর সংযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে। সমান্তরালভাবে এটি ভারতের পরিধিতে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততা থেকেও উদ্ভূত হয়েছে। পরবর্তীকালে BIMSTEC একটি বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সেতু করে সহযোগিতার জন্য আঞ্চলিক মূল্য অর্জন করতে পারে তবে তা সময় সাপেক্ষ। পারস্পারিক ভৌগোলিক ক্ষেত্র এবং প্রায় একই গুরুত্বের ক্ষেত্র সত্ত্বেও এই দুটি সংস্থা একটি অন্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করার সম্ভাবনা সমান বিকল্প নয়। SAARC সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক সংস্থা এই অর্থে যে সদস্য দেশগুলি সাধারণ ইতিহাস, ভৌগলিক নৈকট্য, পরিচয় এবং অন্যদের মধ্যে আঞ্চলিক মূল্যবোধের সাথে জড়িত। তদুপরি সমস্ত SAARC দেশ একই রকম উন্নয়নমূলক সমস্যাগুলি ভাগ করে নেয় যেগুলি কেবল তখনই সমাধান করা যেতে পারে যখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই অঞ্চলে কাজ করে। অন্যদিকে BIMSTEC আন্তঃআঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে ASEAN-এর বাণিজ্য-অর্থনীতির সাথে দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করতে পারে। অতএব BIMSTEC স্পষ্টতই SAARC -এর একটি পরিপূরক সংস্থা হতে পারে তবে বিকল্প বলা সময় সাপেক্ষ।

উপসংহার:

গবেষণা নিবন্ধটিতে ২০১৪ সালের পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় SAARC- ভারত সম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ভারত SAARC- এর উদ্দেশ্য ও নীতি রূপায়ণের লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন ও সমন্বয়কারী দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তুলতে এক প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যে ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তবুও এ পর্যন্ত SAARC- এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় SAARC কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও মূল লক্ষ্য অর্জনে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় SAARC সদস্যদের দ্বিপাক্ষিক বিবাদ ও মতবিরোধ এবং বাহ্যিক প্রভাবে একটি কম সহযোগিতা পূর্ণ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। তবে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালে SAARC -ভারত সম্পর্ক এবং SAARC- এর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথ গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে SAARC সদস্যগণের উপস্থিতিতে 'প্রতিবেশীই প্রথম নীতি' গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের

সঙ্গে উন্নয়ন ও সহযোগিতার এক ঊর্ধ্বগামী আলোড়ন দেখা যায়। এই শপথ গ্রহণের ছয় মাস পরে ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উল্লেখ্য যে ২০১১ সালের তিন বছর পর এই সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী SAARC- এর লক্ষ্য পূরণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সদস্যদেরও সহযোগিতার হাত বাড়াতে বলে। ভারত গৃহীত প্রস্তাবে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে সন্ত্রাসবাদ দমনে, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ-পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তি এবং রাজনৈতিক বিবাদ সমাধানে। তবে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে SAARC নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে অনুমোদনের অভাবে প্রায় প্রকল্প স্থাবর রয়েছে আবার অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন হলেও তা ধীরগতিতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। এর মূল কারণের মধ্যে যেমন সদস্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অর্থনীতি, পরিকাঠামো ও বাহ্যিক রাষ্ট্রের প্রভাব। উক্ত কারণগুলির জন্যই SAARC এ পর্যন্ত চল্লিশ বছর অতিক্রম করলেও মাত্র ১৮টি শীর্ষ সম্মেলন করতে পেরেছে। ২০১৬ সালে ভারতের উড়ি সেনা ঘাঁটিতে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসী হামলার ফলে ভারত-পাকিস্তান দ্বীপাক্ষিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়া। ফলস্বরূপ ইসলামাবাদে ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনটি ভারতসহ কিছু সদস্য দেশ সম্মেলনটি বয়কট করে। তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস 'SAARC-র চেতনা' পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে আট সদস্যের দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SAARC এই অঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে পারে''। তবে এখনো পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলন হওয়া নিয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। এ ক্ষেত্রে ভারতের বক্তব্য যে 'সন্ত্রাসবাদ দমন ও মোকাবিলায় সক্রিয় সহযোগিতা না করলে সহযোগী বার্তালাপ হওয়া সম্ভব নয়। তবে ভারত SAARC- এর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার সাথে কাজ করতে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে'।

অন্যদিকে চীনের দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ও পাকিস্তানসহ সদস্য দেশগুলিকে অবৈধ ব্যবহার এবং আবার সদস্য দেশ আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তালিবান সরকার অধিগ্রহণে অটল। এর ফলস্বরূপ ২০২১ সালে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে তালিবান সরকার প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে বৈঠকটি সম্মতির অভাবে বাতিল হয়। এইরকম প্রেক্ষাপটে অনিশ্চিত সহযোগিতা মোকাবিলায় ভারত দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষ পূরণে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সেতু বন্ধন করে উন্নয়ন ও সহযোগিতার ভাবনা শুরু করে সাম্প্রতিককালে SAARC- এর তুলনায় BIMSTEC- কে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখলে BIMSTEC, SAARC -এর তুলনায় অনেক কম সক্রিয়। বিশেষজ্ঞদের মতে SAARC- এর দক্ষিণ এশিয়ায় নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে এবং BIMSTEC-এর একটি নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে যা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সেতু হিসাবে কাজ করতে পারে। উদ্দেশ্য ও নীতির ক্ষেত্রে সংস্থা দুটি উভয় পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে BIMSTEC, SAARC-এর বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারে কিনা তা সময়রই অপেক্ষা।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের SAARC-এর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে বিশেষজ্ঞগণ এবং সদস্যগণ পরামর্শের অংশীদার হয়েছেন। এ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে কিছু কাজ করলেও এখনো এই অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যা নিবারণে SAARC-এর প্রতিটি দেশের পারস্পারিক ও যৌথ সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। ২০২০ সালে যেমন প্রাথমিকভাবে ভারত সদস্য রাষ্ট্রদের নিয়ে করোনা মহামারী মোকাবিলায় ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সচেতনতার মাত্রা বেড়েছিল। এছাড়া দারিদ্রতা প্রতিটি দেশেরই সমস্যা, যা যৌথ উদ্যোগ না হলে দূর করা সম্ভব নয়। তাই

সদস্য রাষ্ট্রগণের উচিত যে বিবাদীয় সমস্যা গুলি কাটিয়ে এবং প্রয়োজনে SAARC -এর কাঠামোর পরিবর্তন করে কিভাবে সংগঠনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নীতি গঠন করা।

তথ্যসূত্র:

১. Agarwal, A., & Jain, D. (2022). SAARC-highway to indias market international standing. Academy of Marketing Studies Journal, 26(1), 1-10.

২. Chakma, B. (2020). 'South Asian Regionalism: The Limits of Cooperation'. UK: Bristol University Press.

৩. Chakraborty, B., Nandi, D. (2016). *An outline of Indian foreign Policy and Relations* (1st ed.). Kolkata: Mitram Press.

৪. Chakraborty, K. (2017). *Bharoter Bortaman Rajniti Proshason O Biswa*. Kolkata: Progrotishil Prokashak.

৫. Chakraborty, P. (2020). *Impact of COVID-19 Pandemic on Economy of India and SAARC Contries*. New York: KS Omniscriptum Publishing.

৬. Chakraborty, R. (2018). *Bharotiyo Rastro Chintar Bikash O Rajnoytik Andolon* (2nd ed.). Kolkata: Progresive Publishers. Pp. 11-28.

৭. Chandramohan, B. (2024, December 18). Relevance of SAARC in a multi-polar world. Sapan News.

৮. Karn, A.L., Bagale, G.S., Kondamudi, B.R., Srivastava, D.K., Gupta, R.K., & Sengan, S. (2022). Measuring the Determining Factors of Financial Development of Commercial Banks in Selected SAARC Countries. Journal of Database Management (JDM), 33(1), 1-21.

৯. Moondra, R. (2024, October 21). India needs to act as a facilitator in reviving SAARC. The Diplomat.

১০. Mukhopaddhay, G. (2020). *Antorjatik Samparker Bivinno Dristi bhangi*. Kolkata: Setu Prokashani.

১১. Naazer, M. (January, 2017). "SAARC Summits: The Cancellation Phenomenon". pp.63-70. Retrieved on 10 December 2022, from https://www.ResearchGate.net.

১২. Nandi, D. (2021). *Bharat O Somokalin Biswa Rajniti*. Kolkata: Avenel Press. ISBN 978-93-90873-11-1.

১৩. Rahman, M. N., & Grewal, H. S. (2017). "Foreign Direct Investment and International Trade in BIMSTEC: Panel Causality Analysis". *Transnational Corporations Review*, 9(2), 112-121.

১৪. Ramachandran, S. (2019). "India's BIMSTEC Gambit". *The Diplomat*. Retrieved from https://thediplomat.com/2019/05/indias-bimstec-gambit/.

১৫. Raychaudhury, A. B. (2002). 'The SAARC and the dynamics of regional integration in south asia'. New Delhi, Sodhganga

১৬. Reddy, A.K. (2008).'India and the SAARC '. *Sodhganga*. pp.118.

১৭. Reddy, B. P. (2008). *India and SAARC.*

১৮. Rehman, T. S. (2019). *Dokkhin- Purbo Ashiyar Rajniti*. Dhaka: Shova Prokashon.

১৯. Reuters. (2021). *China says Taliban expected to play an important Afghan Peace Role*.https://www.reuters.com/world/china/taliban-delegation-visits-chinataliban-spokesperson-2021-07-28/.

২০. SAARC Secretary General Visits Bhutan, Emphasizes Importance of SDF Initiatives. (2024, July 2). SAARC Development Fund Secretariat.

২১. SAARC Website. (Feb, 2020). 'Press Release-visit of the rt.honble Mr.kp Sharma Oli, prime minister of Nepal and chair of SAARC'. https://www.SAARC -sec.org. Access on 16 March'22.

২২. Sixth SAARC- ADB Special Meeting on Regional Economic Integration Study (Ph- II) held in Kathmandu. (2024, October 24-25). SAARC Secretariat.

২৩. Tarannum, K., & Khan, S. (2023). A STUDY ON SAARC: OBJECTIVES, CHALLENGES AND PROSPECTS FOR REGIONAL COOPERATION. South India Journal of Social Sciences, XXX (5), 115-125.

২৪. Zhao, R. (2020). *Connectivity Network to benefit China and Nepal. China* Daily. https://www.chinadaily.com.cn/a/202012/24/WS5fe3d1dea31024ad0ba9de75.html.

২৫. মুখোপাধ্যায়, শ., ও মুখোপাধ্যায়, ই. (২০১৫). *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি.* কলকাতা: দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড.